প্রবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি, আজ কেন কাঙালি?

নীতীশ বিশ্বাস

সূচনার কথা ঃ গণ মাধ্যমের এমন প্রচার যেন নির্বাচনের তারিখই ঘোষণা করা হয়ে গেছে। তাই ব্রাহ্মদের জন্য সংরক্ষণ, বাঙালিদের জন্য নাগরিকত্ব, নিরন্নর জন্য বানিজ্য ঋণ, ভূমিহীনের জন্য লাঙ্গল কিনে দেওয়া। — এসব উত্তপ্ত আলোচনার মধ্যে 'মাতৃভাষা' নামক টিয়া পাখিটি যে কবে মারা গেছে। সে খোঁজ রাজা মশাই না হয় জানেন না কিন্তু শিশুপাখির জননী পাখী তা অবশ্যই জানেন। — আমাদের চোখের সামনে দিয়ে রবীন্দ্র-নজরুলের কাব্য ভাষা, জগদীশ চন্দ্র-প্রফুল্ল চন্দ্রের বিজ্ঞান-ভাষা, সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রের ভাষা কোন নিলীমায় বিলিয়ে যাচ্ছে — তা যেন আমরা দেখতেই পাই না। বিদেশী চক্রান্তের পুতুলের মতো এ যুগের হিটলার হিসেবে আমাদের শাসক কূল-সেই ভুলে ডুবে আছে। ডুবে যাচ্ছে।

কত যে অব্যক্ত কথা ঃ স্বাধীনতার আগে বাংলা ভাষার যে মর্যাদা ছিলো-তা স্বাধীন ভারতে, ভাষা বাংলায় কিন্তু আর নেই। নেই যে তার জন্য আমাদের প্রথম তিন-চার দশকের রাজ্য সরকার সবচেয়ে বেশী দায়ী। কারণ তাদের মাথায় বাংলা ভাষার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ছিলো না। আমাদের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, তাঁর বিরাট দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে পালন করতেন হিন্দি ভাষা প্রসার সমিতির সভাপতির দায়িত্ব। বাংলায় এমন একজনও নেতার কথা জানি না যিনি ছোট বড় রাজনৈতিক পদে থেকে তথা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে বাংলা ভাষার প্রসার দূরে থাকুক তার যে ভাষা-গণতান্ত্রিক অধিকার তা রক্ষার কোন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রাজ্ঞ পাঠক, — এখানেই নিহিত রবীন্দ্রনাথের বাংলার মাটি, বাংলার জলের আকাঙ্ক্ষা। যা আজ আমরা উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি না, বাংলার এই বদ্ধ পরিবেশে প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নিয়ে যেন আর লালনের কণ্ঠে উদার উদাসী গান গাইতেও পারি না। টিভিতে, বাংলা অনুষ্ঠানে হিন্দি ভাষার প্রতি মুহূর্তের দাপট আমাদের শিল্পী হৃদয়কে কি এক নীরব সন্ত্রাসে যেন চেপে রাখে। এমন কি আমাদের রাজ্য বিধানসভা সর্বসম্মতিক্রমে 'পশ্চিম'কে বিদায় দিয়ে বঙ্গকে বাংলা করলেও ঐ বিধান সভায়ই, সংখ্যার জোরে সিদ্ধান্ত হয় বাংলা মাধ্যমের অনেক স্কুলে ইংরেজি মাধ্যম চালু করা হবে। কারা বাংলা স্কুলে পড়ার চাহিদা হ্রাস্যমান।

কারণ কোথায় বারণ-ইবা কোথায়? ঃ বাজারে পণ্য বিক্রী না হলে-চাহিদা কমে গেলে কারখানার দক্ষ শ্রমিকও ছাঁটাই হতে বাধ্য। এই মুনাফার অর্থনীতি নির্ভর সমাজে স্বাভাবিক ভাবেই অতি সম্প্রতি কলকাতা থেকে শ'খানেক বাংলা স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে - ও যাবে অনেক স্কুল থেকেই স্বনামধন্য, বিশ্বখ্যাত পন্ডিত, প্রাজ্ঞজন, উকিল ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার রাজনীতিবিদ এসেছেন। আসলে ২০ বছর আগে পর্যন্ত যে সব বাংলা মাধ্যম স্কুল এইসব প্রতিভাবান ছাত্র সৃজন করার দক্ষতা দেখিয়েছিল আজ সে সব স্কুলে ছাত্র নেই। রেজাল্টও

জেলাসদর স্কুলগুলির তুলনায় খারাপ। আমাদের মতে এক কথায় এর মূল কারণ পরিকাঠামো। শিক্ষক সংখ্যানুপাত, শিক্ষার পরিবেশ, পরিকল্পনা, সরকারী পরিদর্শন, আর ব্যবস্থাপনা। শিক্ষকদের সম্মান রক্ষা ও বানিজ্যিকরণের অবসান।

তবে এ বিষয়ে কিন্তু গভীর বিশ্লেষণ দরকার। কারণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গ একটি অঙ্গরাজ্য মাত্র। তার চাকুরী সৃজনের ক্ষমতা তত বেশী নয়। মূল সরকারী বা সরকার পোষিত (আন্ডারটেকিং) প্রতিষ্ঠান সমূহে চাকুরির শর্ত হিসেবে গণ্য করা হত জ্ঞান, দক্ষতা ও ভাষাজ্ঞানকে। যা ছিলো কেন্দ্রীয় ভাবে ইংরেজি আর যে রাজ্যে অবস্থিত দপ্তরগুলির জন্য চাকুরী দেওয়া হবে — সেই রাজ্যের ভাষাজ্ঞানের মাপকাঠিতে।

ব্যাঙ্ক ঃ তাই ৪০/৫০ বছর আগে — পাঠক মনে করেন — রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে (জাতীয়করনের পর) বিশাল সংখ্যক নিয়োগ হয়। সে ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক সংখ্যক চাকুরী প্রার্থীরা তখন চাকরী পান। যাদের বড় অংশ দু/পাঁচ বছর হল অবসর নিয়েছেন ও নিচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে এখন যেসব নিয়োগ হচ্ছে তাতে এই বাংলার ব্যাঙ্কগুলিতে ও ৭০% থেকে ৮০% ছেলে মেয়ে আসছে হিন্দি বলয় থেকে। বড় অফিসার দু একজন দক্ষিণ ভারতীয় হলেও আমাদের ক্ষুদ্র সমীক্ষায় আমরা দেখেছি বাংলার ব্যাঙ্কগুলিতে (এমন কি ইউ বি আই — যা বাঙালিদের সৃষ্টি করা কয়েকটি ব্যাঙ্ক-এর সম্মিলন) বেশীর ভাগ নিয়োগ আসছে ঝাড়খন্ড, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে। কিন্তু তারা অধিকাংশই লিখিত ও ভাই বা দিয়েছেন হিন্দি মাধ্যমে। অর্থাৎ যুবক কষ্ট করে এক-অটুট বাংলা বোঝে। একে তাই চক্রান্তও বলা যায়।

'হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্থান' মার্কা শাসকদল যদি উচ্চতর স্তর-পর্যায়ে হিন্দি প্রসারের জন্য সতত সচেষ্ট থাকেন এবং বাংলা সহ আঞ্চলিক ভাষাভাষীরা যদি আমাদের মতো আত্মচিন্তাহীন হন — তাহলে যে ফল হওয়ার কথা তাই হবে। যে বিষ ফল ফলতে শুরু করেছে ব্যাপক ভাবে।

আমরা এসব দেখেও শিশুর মতো বলতে পারি না, 'রাজা তুই ল্যাংটা'। সামাজিক পরিবেশ পুরনো অভ্যেস — কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধ্রুপদীর নামে 'মৌলবাদী চিন্তা আজ বর্জনের সময় এসেছে। সহজ সত্যকে সহজে বোঝা। সহজ ভাবে তা ব্যক্ত করা প্রয়োজন। তাই আজকের এ আত্মকথন। অবশ্যই বন্ধুকে সচেতন করা আর আক্রমণ শত্রুর জন্য।।

ইউ পি এস সি / স্টাফ সিলেকশান কমিটি ঃ আপনারা জানেন যে আইনত আই. এ. এস. পরীক্ষাও বাংলা সব ২২টি জাতীয় ভাষায় দেওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু তার প্রয়োগ প্রায় নেই। আমাদের জনমতে ১/২ জন বাংলাতে লিখে আই. এ. এস. হয়েছেন। আর এখন আই. এ. এস. - আই. পি. এস. তো দিল্লীর কোচিং নির্ভর হয়ে গেছে। সে সব দুর্নীতির বিষয় আমার আলোচনায় — আমি বলতে চাই কেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসব বড় চাকুরীতে কম আসছেন। এমনকি যারা বাঙালি পদবীধারী বা পাশ করছেন আমি তাদের কিছু খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি তারা আসছেন — প্রবাসী পরিবার আর — কেন্দ্রীয় সিলেবাসে হিন্দি-ইংরেজি স্কুল বেস

থেকে। — আর গত কয়েক বছর আগে এই আই. এ. এস./ আই. পি. এস. পরীক্ষায় একটি পেপার যে ইংরেজি দিতে হত তাও আন্দোলন করে হিন্দি বলয়ের নেতারা তথা ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের বর্তমান প্রজন্ম তুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ আপনার রাজ্যে যদি প্রায় ইংরেজি না জানা — (বাংলাও না জানা) আই. পি. এস./আই. এ. এস. আসেন তাহলে অবাক হবেন না। আসার আগে ওদের সামান্য সেই রাজ্যের ভাষায় একটা নামমাত্র ট্রেনিং হয় — এই আর কি? — মূলতঃ হিন্দি আগ্রাসন আর ইংরেজির তোষণ বাংলা সহ আঞ্চলিক ভাষাগুলির সাংবিধানিক যে অধিকার খর্ব হচ্ছে, তথা রাষ্ট্রে যে ভাষা গণতন্ত্র তা নিহত হচ্ছে নির্বিচারে। তার বিরুদ্ধে কে কথা বলবেন, আমি জানি না। কে আর তাদের পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরাগভাজন হতে চান?

যে নেতারা দিল্লীতে থেকে ভাষার ক্ষেত্রে নিজেদের মাতৃভাষাকে উপেক্ষা অবহেলা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। কেবল ভোটের আগে একটু বাংলা বলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন। আর এসব কথা বলার আগ্রহ বা আন্দোলন-ই বা কোথায়? যারা আন্দোলন করে — তারা ক'জন — কটা ভোট তাদের — তারা দেয় — পশ্চিমবঙ্গে অন্য ভাষীর দু'পাঁচটা ভোটের দাম বেশী। এই অংক সব গিলে নিচ্ছে।

একটি সত্য ও বেদনা দায়ক ঘটনা ঃ আমার সমস্তিপুরবাসী এক প্রবাসী বাঙালি বন্ধু দক্ষিণ কলকাতার উপকণ্ঠে একটি ফ্ল্যাট কিনে দিলেন। টাকা সিংহভাগ দেওয়া হয়ে গিয়ে দিছলো। কিন্তু প্রোমোটার আজ না কাল করে করে দু'বছর গড়ীয়ে দিচ্ছে — ফ্ল্যাট আর সম্পূর্ণ করছে না। ভদ্রলোক তার মেয়েকে — ভাড়াবাড়ীতে রেখে কলকাতায় পড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝেই আসেন। তাঁর জানাশোনা বৃত্তে অনেককে বলে কয়ে এমন কি শাসকদলের কৃপা নেবার চেষ্টা করেও তা পারেন নি। একদিন সমস্তিপুরে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি কথাটি বলেন। একজন হিন্দিভাষী ভদ্রলোক বল্লেন, কোন্ এলাকায়? — ঐখানে বসেই তিনি ফোন করলেন, 'তার ভাইকে, যিনি এখানে দুধের ব্যবসা করেন।' কথা হল — বল্লেন, আপনি যখন কলকাতা যাবেন আমার ঊাই-এর সঙ্গে কথা করবেন।

সেই মতো কিছু দিন পরে তিনি এলেন এবং ঐ গোয়ালা বন্ধুটির কাছে — সব বল্লেন। পরদিন ১১টা নাগাদ কয়েকজন বন্ধু সহ তিনি এলেন এবং ঐ বাঙালিবাবুকে নিয়ে — তার বাঙালি প্রোমোটারের অফিসে গেলেন এবং মোদ্দা কথা হল 'এক সপ্তাহ সময় দিলেন।' — কাজ হল। কিছুদিনের মধ্যেই তার সমস্যা সমাধান হল।

লোকটি বল্লেন, দাদা আপনারা কলকাতায় যতটুকু শক্তিশালী আমরা সমস্তিপুরে থেকেই তার থেকে বেশী শক্তিশালী। যার প্রমাণ আমরা গত ছট পূজোর সময় দেখেছিলাম, রবীন্দ্র সরোবরেও জল, ঘি, তেল, পূজোর আবর্জনা দিয়ে কিভাবে দুষিত করা হ'ল। এবং কি তাদের দম্ভ যার পেছনে শাসক দেব-দেবীর অভয় বাণী। — বাঙালি তাই আজ পদে পদে কাঙালি।

প্রগতি পন্থীরা এ নিয়ে নানা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন, শুনতে ভালো লাগবে। কিন্তু এ কোন্ দেশে আমরা আছি। কোন্ দিকে আমরা যাচ্ছি। মনে পড়লো গত ২৫শে আগষ্ট ২০১৮ বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত — অমর্ত্য সেন — বলে গেলেন, 'আমাদের তেজ' কমে গেছে। আর একটু সংঘ শক্তি-তেই আমাদের চাই। মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার দিতেও পেতে বাঙালি যেন কবে ভুলে গেছে। সেই দেশ ভাগের পর পর নব্য পাকিস্তানের ষাৎস্য ন্যাসর কথা মনে করে দেয়। এ তার থেকেও ভয়ংকর। বোবা অন্ধকার। বাংলা ভাষীরা এ রাজ্যে দিনে দিনে ২য় শ্রেণীর নাগরিক হতে যাচ্ছেন।

বাংলা ভাষায় চাকুরী নেই, তাই ব্রাত্যবাংলার রাজ্যে বাংলা মাধ্যম স্কুলে চাকুরী পেতে গত ৪/৫ বছর আর 'অর্নথ' কিছু হয় না। অর্থাৎ অর্থ ছাড়া হাসি-কাশি সেখানে চলে না। আন্দোলন করেও প্রায় শূন্যের কোটায় দল। এই পরিবেশে বাংলার কারখানাগুলি বন্ধ, স্কল কলেজে লক্ষ লক্ষ টাকায় ভর্ত্তি। চাকুরীতে আগামী পাঁচবছর এভাবে চল্লে, কোটি ছুঁয়ে যাবে একটা চাকুরীর প্রণাম দিতে।

ডব্লিই বি. সি. এস. পরীক্ষা নিয়মিত হয় না। যাও হয় তাতে বাংলা যাদের এক দুটি পেপার থাকে — তারা অবাংলাভাষী-ভাষা যারা নেন তাদের থেকে কম নম্বর পান। ফলে বাংলা মাতৃভাষা নয় — এমন প্রার্থীদের সুযোগ বেশী। এছাড়া এসব ব্যাপার সরকার যে সব কোচিং সেন্টার ইত্যাদি চালু করেছিলেন — বর্তমানে তা সাইনবোর্ড। 'সরকারী অর্থ ব্যবহার করার হিসাব প্রদায়ী কেন্দ্রে পর্যবসিত হয়েছে। তাই কোচিং হয় না। আর ডি গ্রুপের চাকুরী তাও বাংলা জানা ছেলেমেয়েদের এরাজ্যেই হয় না। কেন হয় না? তার জন্য আমাদের হিন্দি তোষণকারী চিন্তাই মূলত দায়ী।

অনেকেই জানেন গত ২০১৬ সালে রাজ্যের নবগঠিত সিলেকশন কমিশন সরকারী নানা বিভাগের কয়েক হাজার ৪র্থ শ্রেণীর চাকুরীর বিজ্ঞাপন দেয় ও তার পরীক্ষা গ্রহণকরে। এখানে এ রাজ্যের এই চাকুরীতে বাংলা জানার কোনটাই ছিলো না। ফলে লক্ষ লক্ষ অন্য রাজ্যের ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিতে আসে।

সংবাদটি প্রকাশ্যে আসে এন-জেপিতে রেল দপ্তরে ভাঙচুরের ঘটনায়। আমি বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নিতে চেষ্টা করি। জানতে পারি, বিগত বাম আমল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের চাকুরীর জন্য দিলো ওয়েষ্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন। বর্তমান সরকার এসে তা তুলে দেয় কারণ, স্টাফ সিলেকশান কমিশান। নাম পরিবর্তনের সঙ্গে — আগে যেখানে লেখা থাকতো রাজ্যের মূল্য ভাষা বাংলা (কার্শিয়াং দার্জিলিং কালিম্পং-এ (নেপাল) বাধ্যতা মূলক। তা বর্তমান সরকার তুলে দেন। আর গঙ্গার পাণি ভরে ওঠে বিহার-উত্তরপ্রদেশ সহ নানা রাজ্যের জলস্রোতে। অর্থাৎ যে রাজ্যে বাংলা জানার প্রায় কোন উপযোগিতা আজ আর নেই — সে রাজ্যে বাংলা পড়ার আগ্রহ থাকার ভিত্তি কোথায়?

সরকারী কাজে বাংলা ঃ গোবলয়ের বহু অপচেষ্টার পর ১৯৬৩ সালে দিল্লিতে যেমন হিন্দির রমরমা বেড়ে যায় — তখন অন্যান্য রাজ্য তাদের রাজ্যের ভাষিক সীমানা রক্ষা করারজন্য ধ স্ব বিধান সভায় 'রাজ্য ভাষার' বিকাশে ও প্রশাসনিক প্রয়োগ ক্ষেত্রে — নানা সদর্থক নীতি গ্রহণ করে। তেমন একটি প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় বিধায়ক ও সুলেখক সোমনাথ লাহিড়ী ১৯৫৮ সালের ১৯শে মার্চ তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যে ভাবে অন্যান্য রাজ্যে সেই রাজ্যের ভাষাকে সরকারী স্তরে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, আমরা পশ্চিমবঙ্গে যদি তা না দেই, তাহলে ক্রমশ অন্যান্য ভাষা এসে আমাদের গ্রাস করতে পারে। এই সংকটের মোকাবিলার জন্য যা যা করা দরকার আমাদের এখনই তা করতে হবে।"

কিন্তু বিধান রায় কেন্দ্রীয় সরকারের সুনজরে থাকবার জন্য এবং অন্যান্য শ্রেণী স্বার্থগত কারণে কমিউনিস্ট সদস্য সোমনাথ বাবুর কথায় কর্নপাত করলেন না। বা কিন্তু পদক্ষেপ নিলেন না।

আমার দুঃখ হয় সোমনাথবাবুর পরে আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা উন্নয়নে আর কোনো বিধায়ককে এভাবে সোচ্চার হতে দেখি না। এই যে আত্ম উদাসীনতা অথবা ভোটের অঙ্কে বিশ্বদর্শন — একে আমরা ভক্তিপূর্ণ প্রমান জানাতে পারছি না। এর পেছনের যুক্তি ও কি আছে তাও জানি না বরঞ্চ মনের মণিকোঠা থেকে তীব্র নিন্দা বর্ষন করি।

একটা ভালো কথা স্মরণ করি ঃ ভারতের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে যারা ভারতের অন্যান্য অনেক রাজ্যের মুল ভাষা প্রধান ভাষা হিসেবে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু ভারতে বাংলা ত্রিপুরা ও বরাক যাদের আর কোথাও সে সুযোগ নেই। অর্থাৎ আমার দরজা তোমার জন্য খোল কিন্তু তোমার দরজা আমার জন্য বন্ধ ছিলো, আছে, থাকবে। আমাদের প্রিয় রাজনৈতিক দলগুলি তাদের সাংসদদের এ সব সংকীর্ণতায় পা ডোবাতে অনুমতি দেবে না। — এমনি আমাদের আত্মধ্বংসী উদারতা;

তাই কলকাতা পৌর সংস্থায় আমাদের আশংকা আগামী দশ বছর পরে আর বাঙালি মেয়র কেউ হতে পারবেন না। সল্টলেক এখনই বাঙালিদের কাছে লবনাক্ত হয়ে উঠেছে। আসানসোল, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি থেকে উত্তর ২৪ পরগনা হুগলী বেয়ে যত দুর প্রবাহিত হবেন — গঙ্গাদুষণ প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও দেখবেন গঙ্গায় দুষণ বাড়ছে — আর তার দুপারে বাঙালি দিনে দিনে কাঙালি হয়ে দুরে নির্বাসিত হচ্ছে। শুনতে ভীষণ খারাপ লাগলে ভাষিকজন বিন্যাস এ ভাবে নষ্ট হতে থাকলে কোন জেলায় কোন অংশ বাংলাভাষী প্রধান থাকবে বলা কঠিন। বলা কঠিন কোন দল তার ভিত্তি ধরে রাখতে পারবে কোথায় কি ভাবে?

আসাম ঃ এই উদারচিত্রের পাশে স্মরণ কারণ আসামের ৪০ লক্ষ ৭ হাজার ৭০০ নাগরিকত্বহীন হয়ে যাওয়া বাঙালি কোথায় যাবে? — তার জন্য আমরা দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশের পর ১লা আমাদের হাজারো দাবি ও সমস্যার শেষতম সমস্যা হিসেবে বাঙালি

বিতাড়নের মতো তুচ্ছ বিষয়টিকে গ্রহণ করি না। একদিন একটা পথসভা আর একদিন যৌথ মিছিলে জনা পাঁচ সাতজন পা মিলিয়ে কত শান্তিতে ঘুমতে যাই — তা হলে আসামকে কেন্দ্র করে তিন দশক ধরে দেশী বিদেশী চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র কি রোধ হয়ে যাবে বলে আমরা ভাবতে পারি ! সমুদ্রে কি আমরা 'খেপলা জালে' মাছ ধরার স্বপ্ন দেখছি। আর আক্রমণ যদি বাঙালি হিসেবে আসে তো প্রতিরোধ কি বিশ্ববাসী হিসেবে আমরা করবো ? না করতে পারবো ? তাত্ত্বিক নেতারা ভেবে দেখবেন। আদর্শগত ভাবে তা করা যায়, — তবে তার আগে ভারত থেকে বাঙালি নামক প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে — এই যা একটু সমস্যা !

স্কুলে স্কুলে বাংলা আবশ্যিক বলে মা মাটি মানুষের ঘোষণা ও রাজ্যের আরো কথা ঃ ২০১৬ সাল ১২ই মে, কদিন পর আসবে বরাকের ভাষা শহিদ দিবস ১৯শে মে। আসবে আকাশমথিত করে রবীন্দ্রজয়ন্তী। এ মাসেই হয়েছেন কবি নজরুল। এ মাসেই উত্তাপ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন এ বছর থেকেই রাজ্যের সমস্ত স্কুলে ১টা পেপার বাংলা আবশ্যিক হবে। দক্ষিণের অনেক রাজ্যে আগেই হয়েছে। এমনকি কেরলেও মালায়ালম, তামিলনাড়ুতে তামিল, — আবশ্যিক। এরপর ঐ ২০১৬র ১৬ই মে মান্যবর শিক্ষামন্ত্রী প্রেস কনফারেন্স করে তার সুললিত কণ্ঠে এবং স্থির গতি ও ধীর কণ্ঠে আবার প্রতিশ্রুতির ঘন্টা বাজালেন। আমরা বাংলা তথা মাতৃভাষাপ্রেমীরা ১৯শে মের পদযাত্রাকে নতুন মাত্রা দিলাম। প্রস্তাব নিলাম রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে।

পরে তিন চারটি চিঠি দিয়েছি। উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীকে ডেপুটেশান। এমনকি পরের বার ২১শে ফেব্রুয়ারীতে — মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ভাগ করার জন্য প্রতিবাদপত্রও পাঠিয়েছি। অনেক প্রতিশ্রুতি অনেক প্রশাসনিক সভা অজস্র শীলাবৃষ্টি হলেও মাতৃভাষার জন্য এ সামান্য দাবি মান্য করার সুযোগ তিনি আর পান নি।

প্রসঙ্গত আমরা উল্লেখ করি আমরা সর্বভারতীয় বাংলা ভাষা মঞ্চের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বার বার দাবিগুলি উত্থাপন করেছি — চিঠি দিয়েছি, তার নানা মন্ত্রীর মাধ্যমে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি প্রদান করেছি। কিন্তু মক্কা তো বহুদূর তাই তার সাক্ষাৎ আমরা গত কয়েক বছর চেষ্টা করেও পাইনি। যা হোক একদিন হয়তো আমাদের দাবী মান্যতা পাবে।